ডিসেম্বর, ২০১৮ "ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৮" উদযাপন উপলক্ষে উদ্ভাবন কার্যক্রমের তথ্য প্রেরণ

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনের নাম	বিস্তারিত বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, মোবাইল ও ই-মেইল
০১	০২	০৩	০৪
১।	বসনীদের নিকট থেকে ক্রয়কৃত রেশম গুটির মূল্য ডাচ-বাংলা ব্যাংকের রকেটের মাধ্যমে পরিশোধ	দেশের ৪০টি জেলায় রেশম সম্প্রসারণ কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। সম্প্রসারণ এলাকায় উৎপাদিত রেশম গুটি বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত ১২ টি মিনিফিলেচার কেন্দ্রে ক্রয় করা হয়ে থাকে। বসনীগণ উৎপাদিত রেশম গুটি মিনিফিলেচার কেন্দ্রে বিক্রয় করে থাকেন। ক্রয়কৃত রেশম গুটির মূল্য টেকনিক্যাল অফিসারদের চাহিদার প্রেক্ষিতে উপপরিচালক/সহকারি পরিচালকগণ বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে অর্থের চাহিদা প্রেরণ করেন। প্রধান কার্যালয়ে অর্থের চাহিদা উপস্থাপন এবং উপপরিচালক/সহকারি পরিচালকের কার্যালয়ে অর্থ প্রেরণ করতে কিছু সময় অতিবাহিত হতো। এছাড়া গুটির অর্থ প্রাপ্তির জন্য ২/৩ বার মিনিফিলেচার কেন্দ্রে আসা যাওয়ার কারণে বসনীর ৪০০/৫০০ টাকা যাতায়াত খরচ হতো। দরিদ্র চাষীদের বিষয়টি বিবেচনা করে রেশম গুটির মূল্য ডাচ-বাংলা ব্যাংকের রকেটের মাধ্যমে পরিশোধের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে করে বসনীদের গুটি বিক্রয়ের পর মিনিফিলেচার কেন্দ্রে আসা যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না এবং অতিরিক্ত যাতায়াত খরচ হচ্ছে না। বসনীগণ বাড়ি বসে নিজস্ব ব্যাংকের একাউন্ট থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারছে। উপপরিচালক ও সহকারি পরিচালকগণের নিকট থেকে গুটির মূল্যের চাহিদাপত্র বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে প্রাপ্তির পরপরই ডাচ-বাংলা ব্যাংকের রকেটের মাধ্যমে সরাসরি বসনীদের মোবাইল একাউন্টে প্রেরণ করা হচ্ছে। বসনীগণ স্বল্প সময়ে রকেটের মাধ্যমে প্রেরিত অর্থ সুবিধামত সময়ে উত্তোলন করতে পারছেন। এতে করে বসনীদের যাতায়াত খরচ ও অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সময় কম লাগছে এবং সেবা সহজীকারণ হচ্ছে। সার্বিকভাবে বসনীদের বিক্রিত রেশম গুটির মূল্য প্রাপ্তির জন্য কোন যাতায়াত খরচ হচ্ছে না, উক্ত অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন ব্যাংক চার্জ কর্তন করা হচ্ছে না, অফিসের পরিবর্তে ঘরে বসে নিজস্ব মোবাইল একাউন্ট থেকে অর্থ পেয়ে যাচ্ছেন এবং গুটি ক্রয় বিক্রয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হচ্ছে।	মুঃ আবদুল হাকিম মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড রাজশাহী।

মোঃ আতিকুর রহমান
উপ-পরিচালক (অঃ দাঃ)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।